একাদশ অধ্যায়

কবর বা পবিত্র স্থানের চতুষ্পার্শ্বে নিছবতি তাওয়াফ বা চক্কর দেয়া প্রসঙ্গ

বেহেস্তী জেওরঃ

* کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا (شرك وكفر ہے)

"কারোও কবর বা কোন স্থানের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা শিরক ও কুফর" (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা সংশোধনঃ

তাওয়াফ শব্দের অর্থ কোন জিনিসের চতুর্দিকে চক্কর দেয়া। এটা সাধারণভাবে শিরক নয়। কিন্তু থানবী সাহেব আমভাবে এই চক্কর দেয়াকে শিরক বলেছেন। এটা তাঁর ভুল। বরং সহিহ্‌ কথা হলো এই যে, খানায়ে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করা শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত। ঐরূপ ইবাদতের নিয়তে অন্য কোন স্থানের বা কোন মাযারের চতুর্দিকে তাওয়াফ করলে শিরক হবে। কিন্তু তরিকতের লাইনে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির মাযারের চতুর্দিকে চক্কর দিয়ে ফয়েজ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিছ্‌বত বা আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঘুরাফেরা করলে তা বৈধ ও জায়েজ। অনুরূপভাবে বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে কবরের চতুর্দিকে ঘুরাও বৈধ। এটাকে মক্কা শরীফের তাওয়াফের সাথে তুলনা করে শিরক বলা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, দুটোর উদ্দেশ্য পৃথক। একটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত। অন্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করা ও ফয়েজ-বরকত লাভ করা। তরিকতের পীর মাশায়েখগণ থেকে 'কাশ্‌ফে কুবুর'-এর জন্য এ ধরনের আধ্যাত্মিক তাওয়াফ বা নিছবতের তাওয়াফের বিবরণ পাওয়া যায়।

আর এক ধরনের তাওয়াফ আছে–যার দ্বারা কোন জিনিসকে বরকত দানকরা হয়–এধরনের তাওয়াফ বা চককর স্বয়ং নবী করিম (দঃ) থেকেই প্রমাণিত। যেমনঃ

১ম দলীলঃ

বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, মদিনা শরীফের আনসার সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরন করেন। আমার পিতার উপর ঋণের বোঝা ছিল। আমি শুক্‌নো খেজুর দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে চাইলাম। কিন্তু ঋণ দাতারা শুক্‌না খেজুর গ্রহণ করতে অস্বীকার

www.sunnibarta.com

করলেন। আমি নবী করিম (দঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা জানালাম। নবী করিম (দঃ) খেজুর একত্রিত করে তাঁকে সংবাদ দিতে বললেন। আমি বাড়ী গিয়ে খেজুর স্তুপ দিয়ে হুজুর (দঃ) কে সংবাদ দিলাম। তিনি এসে ঐ জমাকৃত খেজুরের স্তুপের চতুর্দিকে তিনবার তাওয়াফ করলেন বা চক্কর লাগালেন। আরবী এবারত বা হাদীস এরূপঃ

وَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بِيَدَرًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ *

অর্থঃ"নবী করিম (দঃ) তশরীফ এনে উক্ত স্তুপের চতুর্দিকে তিনবার তাওয়াফ করে উহার বড় স্তুপটির উপর বসে পড়লেন"।

এরপর তিনি ঋণ দাতাগণকে ডেকে এনে রাজী করালেন এবং ওজন করে দিতে লাগলেন। সকলের ঋণের পরিমাণ খেজুর আদায় হয়ে গেলো। কিন্তু পূর্বে যত খেজুর ছিল সে পরিমাণ খেজুরই অবশিষ্ট রয়ে গেলো"। (বোখারী শরীফ)।

এতে প্রমাণিত হলো- বরকত দানের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু বা স্থানের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা জায়েজ। তাওয়াফ শব্দটি হাদীসেই উল্লেখ রয়েছে।

২নং দলীলঃ

খাজনাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে মোলতাকাত গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ আছেঃ

وَاِنْ كَانَ قَبْرُ عَبْدٍ صَالِحٍ وَيُمْكِنُهُ اَنْ يَّطُوْفَ حَوْلَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَعَلَ ذٰلِكَ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "কবর যদি নেক বান্দার (অলী-আল্লাহ) হয় এবং তাঁর কবরের চারদিকে তাওয়াফ করা (চককর দেয়া) সম্ভব হয়, তা হলে তিনবার তাওয়াফ করবে"। এতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হলো- মাজারের চতুর্দিকে নিছবতের তাওয়াফ করা বৈধ।

৩নং দলীলঃ

জুরকানী শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা জুরকানী "কামেল" গ্রন্থের হাওয়ালা উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ "ফেকাহ্ সাস্ত্রবিদ ওলামায়ে কেরামগণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে তার নিম্নের মন্তব্যের কারণে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। হাজ্জাজের মন্তব্যটি ছিল নিম্নরূপঃ

اَنَّهٗ رَاَى النَّاسَ يَطُوْفُوْنَ حَوْلَ حُجْرَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا يَطُوْفُوْنَ بِاَعْوَادٍ وَرِمَّةٍ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ "হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (তার গভর্ণর পদে থাকাকালীন) কিছু লোককে নবী করিম (দঃ)এর রওজা মোবারকের চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে দেখে মন্তব্য করে বসলো যে, এ লোকগুলি কিছু লাকড়ী ও গলিত দেহের তাওয়াফ করছে"। (নাউজু বিল্লাহ)

সতর্কতাঃ

হাজ্জাজের রাজত্বকাল ছিল ৬৮ হিজরী থেকে ৮৬ হিজরী পর্যন্ত আনুমানিক। সে যুগটি ছিল কিছু সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগ। হাজ্জাজ যেসব লোককে রওজা মোবারকের চতুর্দিকে তাওয়াফরত দেখেছিল- তাঁরা হয়তো সাহাবী, তাবেয়ী অথবা নিদেনপক্ষে তাবেয়ীন নিশ্চয়ই হবেন। এর নীচে হতে পারেনা। তাঁদের এই তাওয়াফ নিশ্চয়ই বৈধ ছিল। হাজ্জাজ তাঁদের এই ক্রিয়া কলাপ দেখে রওজা পাকের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক উক্তি করার কারণে উলামাগণ তাকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন। যদি কোন স্থানের তাওয়াফ করা শিরক হতো- তাহলে উক্ত সাহাবী বা তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীন নিশ্চয়ই উক্ত তাওয়াফ করতেন না। এটা করা তাঁদের পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপার। এবার থানবী সাহেবই বলুন-তাঁদের রওজা মোবারক তাওয়াফটি কোন্ ধরনের শিরক ছিল? আর ঐ যুগের সল্‌ফে সালেহীনগণ ঐ তাওয়াফকে শিরক এবং তাওয়াফকারীগণকে মোশ্‌রেক বললেন না কেন? থানবী সাহেব কি করে চট করে এধরনের তাওয়াফকে বিনা বাছ-বিচারে শিরক বলে আখ্যায়িত করলেন? তিনি যদি সাধারনের জন্য এরূপ করা অনুচিত বলতেন এবং খাস খাস লোকদের জন্য পথ খোলা রাখতেন, তাহলেও কিছুটা মানা যেতো। কিন্তু তিনি গড়ে শিরক বলে হাজার হাজার সাহাবী ও তাবেয়ীনকে মোশরেক ও কাফের বানিয়ে ফেললেন। সাহাবীগনও বাদ পড়েন নি। পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখুন- থানবী কোন স্তরের লোক!

www.sunnibarta.com

৪নং দলীলঃ

স্বয়ং আশরাফ আলী থানবী সাহেব তাঁর "হিফজুল ঈমানের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় কবর তাওয়াফের বৈধতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

হিফজুল ঈমানের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় জনৈক ব্যক্তি আশরাফ আলী থানবী সাহেবকে প্রশ্ন করেছেন যে, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব "কাশ্‌ফে কুবুর" অর্থাৎ কবরবাসীর সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের নিয়ম এভাবে বলেছেনঃ

وبعده ہفت کرہ طواف کند ودراں تکبیر بخواند وآغاز از راست کند وبعده طرف پایاں رخسار نہد *

অর্থঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেছেনঃ "অতঃপর কবরের চতুর্দিকে সাত চককর তাওয়াফ করবে। এই তাওয়াফের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিবে। ডানদিক থেকে তাওয়াফ শুরু করবে এমনভাবে- যেন জিয়ারতকারীর মুখ কবরবাসী অলীর পায়ের দিকে থাকে"।

www.sunnibarta.com

অতঃপর প্রশ্নকারী উপরোক্ত এবারত লিখে থানবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন– কবরের চতুর্দিকে উক্ত তাওয়াফ বৈধ কিনা? থানবী সাহেব হিফজুল ঈমানের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় এ প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ "এ প্রকারের তাওয়াফ শরীয়তী পরিভাষার তাওয়াফ নহে–যার দ্বারা ইবাদত ও সান্নিধ্য মকসুদ হয় এবং এ ধরনের তাওয়াফই শরীয়তে নিষিদ্ধ। বরং যে তাওয়াফের কথা শাহ সাহেব বলেছেন-সেটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থে তাওয়াফ। অর্থাৎ কবরের চতুর্দিকে ঘুরে কবরবাসীর সাথে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করাই এর উদ্দেশ্য। কবরবাসীর পক্ষ হতে বরকত লাভ করাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এধরনের শাব্দিক তাওয়াফের ঘটনা হযরত ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে"। হিফজুল ঈমানের মূল ইবারত নিম্নরূপঃ

"یہ طواف اصطلاحی نہیں ہے جو کہ تعظیم و تقرب کے لئے کیاجاتا ہے – اور جس کی ممانعت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے– بلکہ طواف لغوی ہے یعنی محض اسکے ارد گرد پھرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت روحی کے صاحب قبر کے ساتھ اور لینے فیوض کے – اسکی نظیر حضرت جابر بن عبد اللہ کے قصے میں واردہے"

www.sunnibarta.com

পাঠকবর্গের মনযোগ আকর্ষণ করে বলছি- থানবীসাহেব "হিফজুল ঈমানে" কবরের তাওয়াফ সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহর ফতোয়া স্বীকার করে–জায়েজ ফতোয়া দিয়ে আবার বেহেস্তী জেওরে লিখেছেন– "কবর বা স্থানের তাওয়াফ করা শিরক"। এটা তাঁর পরস্পর বিরোধী মতামত নয় কি? মানুষ কোন্‌টি মান্‌বে? হিফজুল ঈমান কয়জনে পড়ে। বেহেস্তী জেওরই অধিকাংশ লোক পড়ে থাকে। একটি স্বীকৃত বৈধ কাজকে শিরক বলে ঘোষণা দিয়ে মুসলমানকে মুশরিক বানানো কি উচিত? স্ববিরোধী মতামত শুধু মানুষকে বিভ্রান্তই করে। সঠিক পথের সন্ধান এতে পাওয়া যায় না এসব বিভ্রান্তিমূলক ফতোয়াবাজী থেকে সতর্ক থাকাই উচিত। (অনুবাদক)।

www.sunnibarta.com